সংবাদ

তারিখ 02 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

পরীক্ষার ফি ও শিক্ষার্থীদের ছবি বাণিজ্য স্কুলে স্কুলে

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির ছবি সংগ্রহ ও মডেল টেষ্ট পরীক্ষার ফি আদায়ের নামে অর্থ বাণিজ্য শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশু শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীদের মাঝে সরকার ঘোষিত উপবৃত্তির টাকা বিতরণ ও স্কুল পর্যায়ে মূল্যায়ন ও মডেল টেস্ট পরীক্ষার ফি আদায়ের নামে অর্থ বাণিজ্যে মেতে উঠেছেন উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানরা।

শরণখোলা

খোজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলা ১১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার শিক্ষার্থীদের মাঝে চলতি বছরের উপবৃত্তির টাকা বিতরণের জন্য শিক্ষার্থী ও অবিভাবকদের যৌথ ৬ কপি ছবি সংগ্রহের নির্দেশ দেয় উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষ।

এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানরা ছবি তুলে দেয়া বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ৮০/১০০ টাকা এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ৬০/৭০ টাকা করে উত্তলন করেন।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে ধানসাগর এলাকার এক অবিভাবক জানান, ৮ কপি ছবি তুলতে বাজারে ২৫/৩০ টাকা লাগলেও তার এলাকার মধ্য ধানসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুন্নাহার ছেলে মেয়েদের নিকট থেকে ১০০ টাকা করে উত্তলন করেছেন এবং তার ছেলের মোবাইল এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ছবি তুলে বাজার থেকে কম মূল্যে তা ধৌত করে বাকী টাকা আত্মসাত করেন।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার ফি ১০/১৫ টাকা হলেও আদায় করা হচ্ছে ৬০/৭০ টাকা। উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অনিয়মের চিত্র থাকলেও সেগুলো কেউ দেখছে না। তিনি শিক্ষকদের ওই সব অনিয়ম খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানান। এ বিষয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুন্নাহার মুঠো ফোনে বলেন, মডেল টেস্ট পরীক্ষার জন্য ৬০/৭০ টাকা নেয়া হলেও ছবির জন্য ১০০ টাকা করে নেয়া হয়নি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আখতার হোসেন জানান, নিয়মের বাইরে কোন শিক্ষক অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।